অদ্ভুত ধুলায়, ভুল ঘাসে

আমাদের মুমতাজ ছিল, আমাদের শাজাহান ছিল আমাদের সুলেমান ছিল, সবুজ গালিচার রঙিন শতরঞ্জ ছিল আমাদের।

না, আমি কোনো রূপকথার কাহিনি ফাঁদতে বসিনি। অবশ্য রূপকথা নয়ই বা কেন! এক পেল্লাই ময়দান, ময়দানের ফুটবল, বইমেলা, হাটবাজার, রহমতের গুলিজান, সরোজ দত্ত, প্রবীর দত্ত, বদল সরকার, গুপ্ত মিটিং, সুশীলের হাওয়াই বন্দুক, পদ্মবিবির ফোয়ারা, রোকেয়ার হাত সাফাই, আর আমারে ডিরোজিও বাবু পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। সবাই ছিলেন, সবই ছিল, কেননা তখন আমিও ছিলাম। অধুনা সবই অতীত। রূপকথা অতীতের আলখাল্লা।

গঙ্গার সান্ধ্যবাতাস যখন ভিক্টোরিয়ার পরিকে ঘুরপাক খাওয়ানোর বৃথা চেষ্টা করে খানিকটা গোত্তা মেরে নামত এসে ময়দানের ঘাসে, গান ধরতেন আমাদের বিষ্টুচরণ। ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চৌদিকে মালঞ্চ-বেড়া..। মালঞ্চ উচ্চারণে তার গলায় কেমন একটা উদাস আসত! বেড়া উচ্চারণে তার তর্জনী ভিক্টোরিয়ার প্রাচীন নির্দেশ করত। বিষ্টুচরণ, বিষ্ণু মৈত্র, বহুদিন হল ইউরোপ প্রবাসী! বিষ্ণুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েছিল বন্ধু শৌভিক চক্রবর্তী। বিষ্ণু গানের তালিম নিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

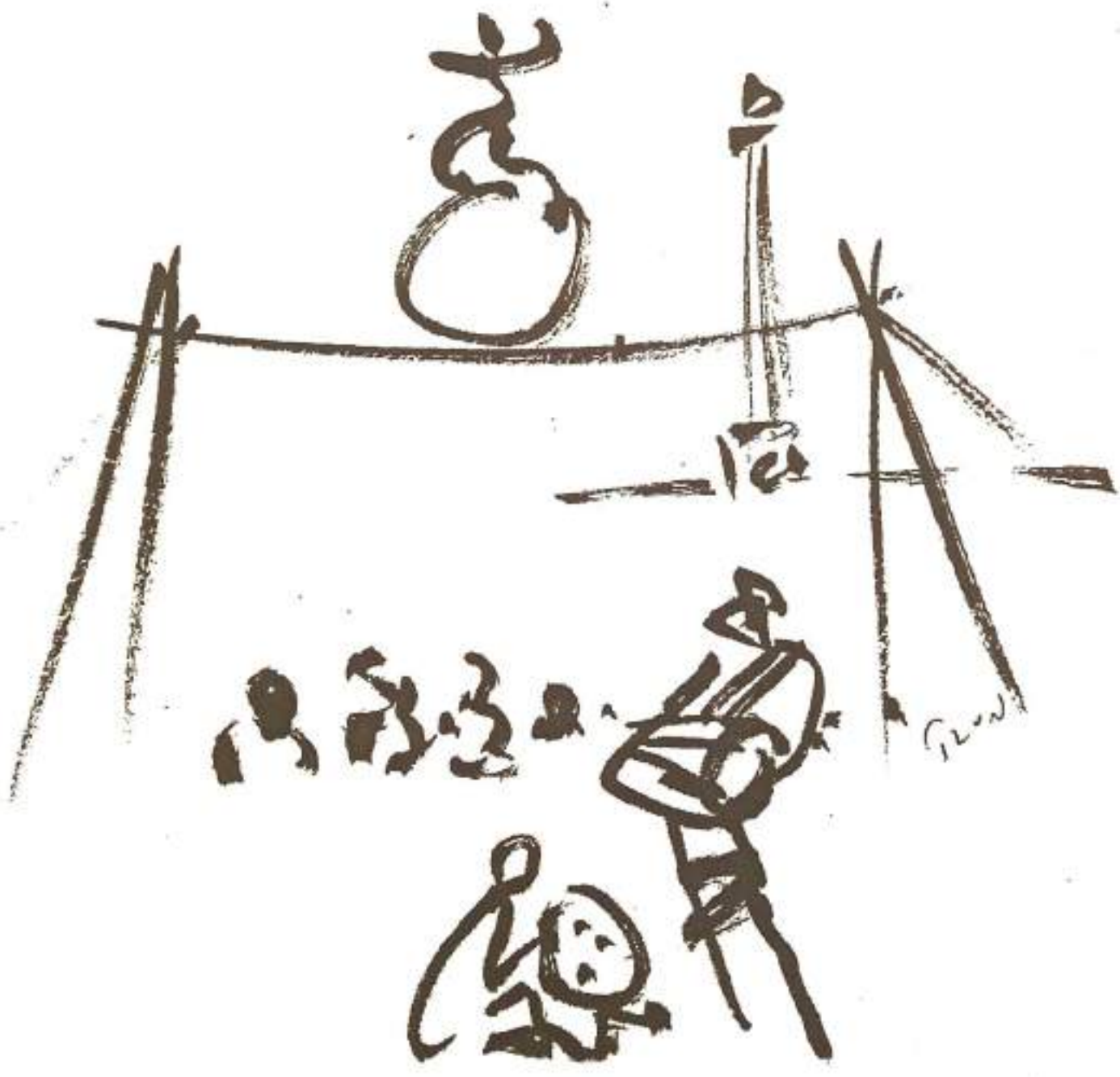

সমাপ্তি সংলাপ আর অসমাপ্ত চরিত্রেরা

অর্ক দেব: আমাদের আলোচনাটা মূলত পানশালা নিয়ে। কয়েক বছর আগে তোমার একটা বই বেরিয়েছিল, 'ময়দান ও পানশালা'। এই বইটিতে তোমার পানশালা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে। একটা পানশালা-দর্শন রয়েছে। নিছক মদ খাওয়া নয়, পানশালার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ধরা রয়েছে। সেই বোঝাপড়ার জায়গাটা দিয়েই যদি শুরু করি। কলকাতার পানশালাগুলিকে তুমি কীভাবে দেখো? কীভাবে তোমার কাছে ধরা দেয় পানশালার আলো অন্ধকার, সেটা যদি একটু বলো।

রাহুল পুরকায়স্থ: এখন হয়তো এটা আমার পক্ষে বলা কিছুটা সহজ। কারণ, এখন আমি পান থেকে অনেক দূরে। যখন মদ্যপান করতাম, তখন পানের থেকেও পানশালাগুলি অনেক বেশি নেশার কারণ ছিল। আসলে এক একটা পানশালার এক এক রকম চরিত্র। তার মানুষগুলি এক এক রকম। তাঁদের এক এক সময় নিজের আত্মীয়ের মতো মনে হতো। আমি এখন লক্ষ্য করি, যতটা না মদ খাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি গিয়েছি আড্ডা মারতে। সেই লোকগুলো অনেক দূর থেকে আসতেন। কেউ হয়তো রানাঘাটে থাকেন। অবসর নিয়ে নিয়েছেন। তিনি প্রতি মঙ্গলবার দুপুর দুপুর সিসিলে আসতেন আড্ডা দিতে। সেই যে লোকটা, এরকম বিচিত্র সব

মানুষ পানশালার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এখানে কলকাতার মধ্যবিত্ত পানশালাগুলির কথাই বলছি। উচ্চবিত্ত জায়গার অভিজ্ঞতা খুব বেশি নেই। মধ্যবিত্ত মানুষের যে দৈনন্দিনতা, সেটা খুব অদ্ভুতভাবে ধরা পড়ত এই পানশালাগুলিতে। মদ খাওয়ার পর তো অনেক মানুষ সহজ হয়, অনেকে জটিল হয়। তবে আমি বেশিরভাগ সহজ মানুষের সঙ্গেই মিশেছি।

এমনও হয়েছে যে, কারও সঙ্গে বছরে একদিন দেখা হয়েছে। কোনও একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি আসবেন। তাঁর স্ত্রীর জন্মদিন, সেদিন এসে তিনি মদ খাওয়াবেন। তারপর আর কোনও যোগাযোগ নেই। এক বছর পর ঠিক সেই দিন, সেই সময় আমি উপস্থিত হয়ে দেখি তিনিও এসেছেন। খাইয়েছেন, অনেক আড্ডা মেরেছি। এই যে মানুষ, মানুষ আর মানুষ... বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশার একটা বিরাট জায়গা হল পানশালা। শুধু যারা খেতে আসেন তাঁরা নন। যারা পরিবেশন করেন, তাঁরাও।

মনে আছে, আমরা একদিন দুপুরবেলা অলিম্পিয়াতে শক্তিদার (কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়) জন্মদিন পালন করেছিলাম। সেই আসরের সভাপতি ছিলেন কবি তুষার চৌধুরী। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল লালুদা'র গানে। লালুদা ওড়িয়া ভাষায় একটা গান করেছিলেন। তিনি ওখানে পরিবেশন করতেন। লালুদা পরে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, "কী আর বলব! দাদাকে বলতাম, আর খাবেন না। এবার বাড়ি যান। আর দাদা বলতেন, আর একটা দাও, এটাই শেষ। সেটা দিলে বলতেন, আরও একটা। তারপর আমি নিজে লুকিয়ে পড়তাম, দাদাকে দিতাম না।" অনেক সময় আমাদেরও বলেছেন, আর খাবেন না। রাত হয়ে গেল, এবার বাড়ি যান। এই কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে। যেগুলি